



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 471 - 487

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শব্দভাণ্ডার ও পলিয়া জনগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্য

মোয়াহিদা হোসেন

এম.এ, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: elaju2007@gmail.com

 0009-0009-8317-8309

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

পলিয়া জনগোষ্ঠী,

শব্দভাণ্ডার,

মৌলিক শব্দ,

আগন্তুক শব্দ,

নবগঠিত শব্দ।

Abstract

The vocabulary and language of the Polia people in North Bengal serve as a living record of their long history, unique lifestyle, and deep-rooted agricultural traditions. The richness of any language is defined by the diversity of its words, and this is especially true for the Polia community. Their language can be broken down into three main categories: native words, loanwords, and newly formed terms.

Their core vocabulary consists of Tatsama, Ardha-tatsama, and Tadbhav words. While Tatsama words (like parbat, dharma, shiksha) are used much like they are in standard Bengali, the Ardha-tatsama words show a fascinating local evolution - for instance, mahis turns into bhoish, andhakar becomes andar, and kuasha is shortened to kuha. The Tadbhav influence is also strong, reflecting Prakrit roots, seen in words like aij (from adya), kanta (from kantaka), and nangol (from langal).

The influence of indigenous and regional languages really highlights the Polia culture's roots. They use many words from the original Kol and Munda tribes, such as chaoa (child) or dagor (big), which speak to their folk life. Over time, trade and geography have also brought in regional and foreign influences—like chahida from Punjabi, khaddar from Gujarati, maplat (muffler) from English, and kishmish from Persian — all of which have kept the language evolving.

As the world modernizes, so does the Polia language. We see this through hybrid words like daktarkhana or hat-bajar, and new translations for modern concepts (like durdarshan for TV). They also have clever 'portmanteau' words, like bhuikomp for earthquake and guisap for monitor lizard. To make things easier to say in casual conversation, they frequently use abbreviations (like B.A. or O.C.) and shortened words, which gives the language a natural, melodic flow.

Ultimately, the Polia vocabulary is more than just a list of words; it's a living history of North Bengal's culture. Through constant adaptation and distinct phonetic patterns, this language has added incredible depth to the

broadener Bengali language. It's truly a treasure that deserves to be preserved and properly documented.

Discussion

যেকোনো ভাষার ঐশ্বর্য নির্ভর করে তার শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের ওপর, যা একটি জাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। বাংলা ভাষা বয়সে নবীন হলেও হাজার বছরের বিবর্তনে এটি একটি বিশাল শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। শব্দভাণ্ডার মূলত কোনো ভাষা বা উপভাষার সঞ্চিত শব্দের সমষ্টি, যা কোনো জনসমষ্টির জীবনচর্চা ও উৎসগত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে দেশি ও তদ্ভব শব্দের আধিক্য তাদের নিবিড় কৃষিজ সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র জীবনধারার এক অনন্য ভাষিক পরিচয় বহন করে। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের প্রকারভেদ ছকের মাধ্যমে দেখানো হল :

প্রধান বিভাগ	উপ-বিভাগ
ক. মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ	i. তৎসম শব্দ ii. অর্ধতৎসম শব্দ iii. তদ্ভব শব্দ
খ. আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ	i. দেশি শব্দ ii. প্রাদেশিক শব্দ iii. বিদেশি শব্দ
গ. নবগঠিত শব্দ	i. সংকর বা মিশ্র শব্দ ii. অনূদিত শব্দ iii. জোড়কলম শব্দ iv. মুণ্ডমাল শব্দ v. খণ্ডিত শব্দ

ক. i. তৎসম শব্দ :

তৎসম শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে আসা। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে যেসব তৎসম শব্দ রয়েছে সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল –

তৎসম শব্দ (বাংলা রূপ)	পলিয়া রূপ	মূল উৎস (সংস্কৃত)	শব্দভাণ্ডারগত পরিচয়
নক্ষত্র	নক্ষত্র	সংস্কৃত	তৎসম
পর্বত	পর্বত	সংস্কৃত	তৎসম
অরণ্য	অরণ্য	সংস্কৃত	তৎসম
ধর্ম	ধর্ম	সংস্কৃত	তৎসম
পাত্র	পাত্র	সংস্কৃত	তৎসম
স্বর্গ	স্বর্গ	সংস্কৃত	তৎসম
লতা	লতা	সংস্কৃত	তৎসম
বস্ত্র	বস্ত্র	সংস্কৃত	তৎসম
শিক্ষা	শিক্ষা	সংস্কৃত	তৎসম

বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	সংস্কৃত	তৎসম
সংস্কৃতি	সংস্কৃতি	সংস্কৃত	তৎসম
বংশ	বংশ	সংস্কৃত	তৎসম
পুণ্য	পুণ্য	সংস্কৃত	তৎসম
গতি	গতি	সংস্কৃত	তৎসম
গুণ	গুণ	সংস্কৃত	তৎসম
মরণ	মরণ	সংস্কৃত	তৎসম
শান্তি	শান্তি	সংস্কৃত	তৎসম

[বেশির ভাগ ‘র’ উচ্চারণ ‘ড়’ হয়, তাই শব্দ উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়।]

তৎসম শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

তৎসম শব্দ	পলিয়া জনগোষ্ঠী	মান্য বাংলা
নক্ষত্র	ড়াইতত নক্ষত্র ডেখিঙ।	রাতে নক্ষত্র দেখেছি।
পর্বত/ পড়ুত	উচ্চা পড়বতত উঠা খুব্যা কোঠিন।	উঁচু পর্বতে ওঠা খুব কঠিন।
ধর্ম/ ধড়ম	জাড় জিটা ধড়ম উটায় ত কোড়িবে।	যার যেটা ধর্ম সেটাই তো পালন করবে।
পাত্র/ পাৎড়	বিহাড় তখন্যা ভাল পাৎড় খুঁজিবার নাগিশ্যা।	বিয়ের জন্য ভালো পাত্র খুঁজতে লেগেছে।
স্বর্গ/ শড়া	মোড়িলে কি আড় শভায়ে শড়া পায় গে!	মরার পর সবাই কি স্বর্গ যেতে পায় গো!
লতা/ লোতা	বুনুয়া লোতাত গাছট ভড়ায় গিশ্যা।	বুনো লতাতে গাছটা ভরে গেছে।
বস্ত্র/ বশংড়	কুন অ্যাকটা শোংস্থা জ্যান জ্যা বশংড় বিতড়ণ শিবিড় খুলিশ্যা।	কোন একটা সংস্থা যেন বস্ত্র বিতরণ শিবির খুলেছে।
শিক্ষা	ছাওয়াপোয়াক ভাল কোড়ি হান্যা শিক্ষা দিয়া উচিত।	ছেলেমেয়েদের ভালো করে শিক্ষা দেওয়া উচিত।
বিজ্ঞান	অ্যাখনকার জুগত বিজ্ঞান ছাড়া চলা জাবি না।	বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ছাড়া চলা সম্ভব নয়।
সংস্কৃতি/ শোংস্কড়তি	অ্যামড়া হামাড় শোংস্কৃতি নি গব্যানা কড়শ্যা।	ওরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছে।
বংশ	হামাড় বোংশ্যার শভাকে মাশিলা কামান কড়িবা হোবে।	আমাদের বংশের সবাইকে মাসিলা কামান করতে হবে।
পুণ্য	উপাস কোড়ি পুণ্য কামাই কড়্যান।	উপাস করে পুণ্য অর্জন কোরি।
গতি	ইলা কাম কড়িল্যা কি তমাড় গোতি হোবে?	এসব কাজ করলে কি তোমার গতি হবে?

গুণ	বেটিটার ম্যালায় গুণ আছ্যা।	মেয়েটার অনেক গুণ আছে।
মরণ/ মড়ণ	মানুষ্যাড় মড়ণ অ্যাকদিন হোবেই।	মানুষের মৃত্যু একদিন হবেই।
শাস্তি	দোশ কোড়িল্যা ত শাস্তি পাবায় হোবি।	দোষ করলে শাস্তি পেতেই হবে।

ক. ii. অর্ধ-তৎসম : সংস্কৃত থেকে কিঞ্চিৎ কিমবা আংশিক পরিবর্তিত রূপ। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে যেসব অর্ধ-তৎসম শব্দ রয়েছে সেগুলি হল -

রূপিম (প্রমিত রূপ)	পলিয়া রূপ	মূল উৎস (Origin)	শব্দভাণ্ডারগত শ্রেণি
গ্রহণ	গোহন	সংস্কৃত (গ্রহণ)	অর্ধ-তৎসম
মহিষ	ভইশ	সংস্কৃত (মহিষ)	অর্ধ-তৎসম
ডাল (গাছের)	ঠেইল	সংস্কৃত (ডাল)	অর্ধ-তৎসম
রসুন	ইশুনি	সংস্কৃত (রশুন)	অর্ধ-তৎসম
হরিদ্রা/হলুদ	হোলদি	সংস্কৃত (হরিদ্রা)	তড়ব/অর্ধ-তৎসম
অমাবস্যা	আমাবাইশশা	সংস্কৃত (অমাবস্যা)	অর্ধ-তৎসম
অন্ধকার	আনদার	সংস্কৃত (অন্ধকার)	অর্ধ-তৎসম
পূর্ণিমা	পুননিমা	সংস্কৃত (পূর্ণিমা)	অর্ধ-তৎসম
উপবাস	উপাশ	সংস্কৃত (উপবাস)	অর্ধ-তৎসম
ভূমিকম্প	ভুইকোম্প	সংস্কৃত(ভূমিকম্প)	অর্ধ-তৎসম
জোয়ার	জুয়ার/ জুয়াড়	সংস্কৃত (জোয়ার)	অর্ধ-তৎসম
কুয়াশা	কুহা	সংস্কৃত ('কুহেলিকা' বা 'কুহাশ')	অর্ধ-তৎসম
গাঁদা	গ্যান্দা	সংস্কৃত 'গন্দু' (গন্দুক) বা 'গেঙ্কুক'	অর্ধ-তৎসম

অর্ধ তৎসম শব্দ গুলির বাক্য প্রয়োগ :

রূপিম (প্রমিত)	পলিয়া রূপ	পলিয়া জনগোষ্ঠীর প্রয়োগ (বাক্য)	মান্য বাংলার প্রয়োগ (বাক্য)
গ্রহণ	গোহন	আইজকা ডাইতত চান্দ্যাড় গোহন লাগিবে।	আজ রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে।
গ্রাম	গ্যাডাম	হামাড গ্যাডামটা খুবেই সান্ত।	আমাদের গ্রামটি খুব শান্ত।
অমাবস্যা	আমাবাইশশা	আমাবাইশশার ডাইতত অ্যাকলায় বারির বাহির্যা জাইত্যা ভুঁয় নাগে।	অমাবস্যার রাতে একাই বাড়ির বাইরে যেতে ভয় লাগে।
পূর্ণিমা	পুন্নিমা	পুন্নিমার চানটা ম্যালায় ফসসা নাগশ্যা।	পূর্ণিমার চাঁদটি খুব উজ্জ্বল দেখা যায়।
উপবাস	উপাশ	শিবডাইতত হামড়া উপাশ কড়্যান।	শিবরাত্রিতে আমরা উপবাস করি।
অন্ধকার	আনদাড়	আনদাড়ত ব্যাড়া হোবে না।	অন্ধকারে বেড়াতে হবে না।
মহিষ	ভইশ	খালত দুটা ভইশ গা ধুইবাড় নাগিশ্যা।	খালে দুটি মহিষ নান করছে।
ডাল	ঠেইল	গাছ্যাড় ঠেইল খান কাটায় নিচ্যা ফালা।	গাছের ডালটি কেটে নিচে ফেলো।

রসুন	ইশুনি	পলিয়াড়া শাকত ইশুনি বেশি দ্যায়।	পলিয়াদের রান্নায় রসুন বেশি ব্যবহৃত হয়।
হলুদ	হোলদি	তড়কড়িত বেশি হোলদি দিবু না।	তরকারিতে বেশি হলুদ দিও না।
কুয়াশা	কুহা	বেহেনে কুহাড় তখন্যা ভুঁইয়ত কিশু দ্যাখা জাশল না।	সকালে কুয়াশার জন্য জমিতে কিছু দেখা যাচ্ছিল না।
ভূমিকম্প	ভুইকোম্প	কাইলকা ডাইতত্ ভুইকোম্প হোইশল।	কাল রাতে ভূমিকম্প হয়েছিল।
গাঁদা	গ্যান্দা	শীত কালত বারির চাইড়অদিক গ্যান্দা ফুল ফুটে।	শীতকালে বাড়ির চারপাশে গাঁদা ফুল ফোটে।

ক. Iii. তদ্ভব : সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পুরোপুরি বদলে যায়। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে যেসব তদ্ভব শব্দ রয়েছে সেগুলি হল -

রূপিম (প্রমিত রূপ)	পলিয়া রূপ	মূল উৎস (Origin)	শ্রেণি
অদ্য (আজ)	আইজ	সংস্কৃত (অদ্য)	তদ্ভব
অত্র	এঠিনা	সংস্কৃত (অত্র) > প্রাকৃত (এথ)	তদ্ভব
অষ্টি (পিণ্ড)	আঁটি	সংস্কৃত (অষ্টি) > প্রাকৃত (অষ্টি)	তদ্ভব
অঙ্গন (আঙিনা)	আংগিনা	সংস্কৃত (অঙ্গন)	তদ্ভব
অঙ্গন (মেলা)	আড়ং	সংস্কৃত (অঙ্গন) > প্রাকৃত (অঙ্গণ)	তদ্ভব
কন্টক (কাঁটা)	কাঁটা	সংস্কৃত (কন্টক) > প্রাকৃত (কন্টঅ)	তদ্ভব
কর্ণ (কান)	কান	সংস্কৃত (কর্ণ)	তদ্ভব
চুরি	চুরি / চুড়ি	সংস্কৃত (চৌরিকা)	তদ্ভব
কুম্ভাণ্ড (কুমড়ো)	কুমরা	সংস্কৃত (কুম্ভাণ্ড)	তদ্ভব
লাঙ্গল (নাঙ্গল)	নাঙ্গল	সংস্কৃত (লাঙ্গল)	তদ্ভব
মাংস (মংশ)	মংশ	সংস্কৃত (মাংস)	তদ্ভব

তদ্ভব শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

প্রমিত রূপিম	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য	মান্য চলিত বাক্য
অদ্য (আজ)	আইজ	আইজ মুই কামোত জাম না।	আজ আমি কাজে যাব না।
অত্র (এখানে)	এঠিনা/ইনা	এঠিনা আশি হান্যা বশ্যাক ত বাপু।	এখানে এসে বসো তো বাবা।
অঙ্গন	আড়ং	আইজকা হাটত বড় আড়ং বোশিছ্যা।	আজ হাটে বড় মেলা (সমাবেশ) বসেছে।
আঙিনা	আগিনা	বারির আগিনাত্ অ্যাখন্ অ রৌদ আশ্যা।	বাড়ির আঙিনায় এখনো রোদ আছে।
কন্টক (কাঁটা)	কাঁটা	পাঁঅত অ্যাকটা কাঁটা ফুটিশ্যা।	পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে।
কপোত (পায়রা)	কোঁনতোর	কোঁনতোরগুলা চাল্যাড় উপড় বোশি আছ্যা।	পায়রাগুলো চালের উপর বসে আছে।

চুরি	চুড়ি	উয়ায় চুড়ি কোড়ি ধড়া পোড়শ্যা।	সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।
কুম্ভাণ্ড (কুমড়ো)	কুমরা	কুমরা দিয়া চচ্চড়ি কড়।	কুমড়ো দিয়ে চচ্চরি করো।
মাংস	মংশ	রাইতত মংশ দিয়া ভাত খাবু?	রাতে কি মাংস দিয়ে ভাত খাবি?

খ. আগন্তুকশব্দ : বাংলা বা সংস্কৃত ছাড়া অন্য উৎস থেকে এইসব শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে।

খ. i. দেশি : আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা) ভাষা থেকে আসা। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে যেসব শব্দ দেশি রয়েছে সেগুলি নিচে আলচনা করা হল –

রূপিম (প্রমিত রূপ) পলিয়া রূপ	মূল উৎস (Origin)	শব্দভাণ্ডারগত শ্রেণি ও ব্যাখ্যা
পাগড়ি	পাকরি	হিন্দি/দেশি (পগড়ই)
পিঁপড়ে	নিবরি, নুটি/লুটি	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
ষাঁড়	ধরমশাহার	দেশি/লৌকিক ধর্মের ষাঁড়
বনবিড়াল	গাবরা	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
গিরগিটি	আঙ্গুলচুশা	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
ছুঁচো	চিকা	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
মৌমাছি	বননাই	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
অঙ্কুর	ট্যাঁকা	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
স্নান	শিনা/চান	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
কাঠঠোকরা	খুটাঠোক/ঠোকঠোকিয়া পাখি	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
চামচিকে	চামচিলকা	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
ঝড়	দুন, তুফান	দেশি/আরবি প্রভাব
নিম্নচাপ	ঝটিকা	দেশি/সংস্কৃত
ডাঁটা	খুরিয়া/ঘুরিয়া	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
থোড়	কানজিয়াল	লোকজ আঞ্চলিক রূপ
সন্তান/শিশু/বাচ্চা	ছাওয়া	প্রাকৃত (ছাব) > অস্ট্রিক
দাদু	আজু	অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক)
দিদা	আব	অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক)
গলা	টুটি	অস্ট্রিক/দেশি লৌকিক)
বড়	ডাগর/ডাগড়	অস্ট্রিক (ডগোর)
ইঁদুর	নিন্দুর	অস্ট্রিক/দেশি

দেশি শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

প্রমিত রূপিম	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য	মান্য চলিত বাক্য
পাগড়ি	পাকরি	আজু ফ্যাড় মাথাৎ পাকরি বাকি হান্যা হাটত কেনে জাশ্যা?	দাদু আবার মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাটে যাচ্ছেন/যাচ্ছে কেন?
পিঁপড়ে	নিবরি/নুটি	মিছড়ির দানাত ম্যালায়টি নিবরি ধোড়িশ্যা।	মিছরির দানায় অনেকগুলো পিঁপড়ে ধরেছে।
ষাঁড়	ধরমশাহার	পাথাড়ত অ্যাকটা মোস্তো বোড়ো ধরমশাহার ঘুড়ি ব্যাডায়।	মাঠে একটা বিশাল ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়।
বনবিড়াল	গাবরা	ড়াইত হোইলে জোঙ্গল থাকি গাবরা বাহিড় হোই রাত হলে জঙ্গল থেকে বনবিড়াল বেরিয়ে হান্যা তামান হাশলা ধোড়ি খাই নিলি।	এসে হাঁস ধরে খেয়ে ফেলল।
গিরগিটি	আঙ্গুলচুশা	ইনা অ্যাকটা আঙ্গুলচুশা দ্যাখা পাইন।	এখানে একটা গিরগিটি দেখতে পেলাম।
ছুঁচো	চিকা	খোপোত চিকাগুলো খুবই উৎপাত শুডু কোড়িশ্যা।	ঘরে ছুঁচোগুলো খুব উৎপাত শুরু করেছে।
মৌমাছি	বননাই	বননাইলা ভনভন কড়শ্যা।	মৌমাছি ভনভন করছে।
অঙ্কুর (গজারি)	ট্যাঁকা	বিচ্চিলাড় ট্যাঁকা বাহিড়েশে	বিচ্চিগুলোর অঙ্কুর বেরিয়েছে।
স্নান	শিনা/চান	মুই অ্যালায় পুখুড়িত শিনা কোড়িবা জাম।	আমি এখনই পুকুরে স্নান করতে যাব।
কাঠঠোকরা	খুটাঠোক/ঠোক ঠোকিয়া পাখি	শিমুল গাছত ঠোক ঠোকিয়া পাখিটা গোত কড়শ্যা।	শিমুল গাছে কাঠঠোকরা পাখিটা গর্ত করছে।
চামচিকে	চামচিলকা	পুল্লা ঘড়ত ম্যালায়টি চামচিলকা আছ্যা।	পুরনো ঘরে অনেক চামচিকে আছে।
ঝড়	দুন/তুফান	ড়াইতত্ দুন আশি হান্যা ঘর উড়ি নি গেইশে।	রাতে খুব ঝড় এসে ঘর উড়ে গেছে।
নিম্নচাপ	ঝটিকা	গাঙত্ ঝোটিকাড় তন্যা মাছ ধোড়া বোন্দ।	নদীতে নিম্নচাপের কারণে মাছ ধরা বন্ধ।
ডাঁটা	খুরিয়া/খুড়িয়া	মাচ্যাডু ঝোলোত খুরিয়া দিলে সাদ হয়।	মাছের ঝোলে ডাঁটা দিলে স্বাদ হয়।
থোড়	কানজিয়াল্	কোলাড় কানজিয়াল্ ভাজি কোড়ি খাম্।	কলার থোড় ভাজি করে খাব।
সন্তান/বাচ্চা	ছাওয়া	তড় ছাওয়ালা কি ইশ্কুলত জায়?	তোমার সন্তানরা কি স্কুলে যায়?
দাদু	আজু	হামাড় আজু কোপালত্ তিলক দ্যায়।	আমার দাদু কপালে তিলক পরেন।
দিদা	আব	আব হামাক ছট ত্যা সুতবাড় শোমে গোঙ্গ কহশল।	দিদা আমাদেরকে ছোট বেলায় ঘুমাবার সময় গল্প শোনাতেন।
গলা	টুটি	লোকটার টুটি চাপ্পি ধোড়িশ্যা।	লোকটার গলা চেপে ধরেছে।
বড়	ডাগর/ডাগড়	ছাওয়াটা অ্যাখন ডাগড় হোই গিশ্যা	শিশুটা এখন বড় হয়ে গেছে।
ইঁদুর	নিন্দুর/নিন্দুড	ঘড়্যার কনাৎ নিন্দুড গাঁহাড় কোড়িশ্যা।	ঘরের কোণে ইঁদুর গর্ত করেছে।

খ. ii. প্রাদেশিক শব্দ : ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের (যেমন : হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি) ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ।

মূল রূপিম	পলিয়া রূপ	উৎস (Origin)	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
চাহিদা	চাহিদা	পাঞ্জাবি	প্রাদেশিক শব্দ

শিখ	শিখ	পাঞ্জাবি	প্রাদেশিক শব্দ
লসিয়	লচ্ছি	পাঞ্জাবি	প্রাদেশিক শব্দ
খদ্দর	খদড়	গুজরাতি	প্রাদেশিক শব্দ
হরতাল	হোড়তাল	গুজরাতি	প্রাদেশিক শব্দ
তকলি	তাকলি	গুজরাতি	প্রাদেশিক শব্দ
বর্গি	বর্গি	মারাঠি	প্রাদেশিক শব্দ
চৌথ	চৌথ	মারাঠি	প্রাদেশিক শব্দ
লুঙ্গি	লেঙ্গি	বর্মি (মায়ানমার)	প্রাদেশিক শব্দ
ঘুগনি	ঘুমনি	বর্মি (মায়ানমার)	প্রাদেশিক শব্দ
বোলতা	বননাই/বললাই	হিন্দি (বররা) প্রভাবে	প্রাদেশিক শব্দ
বিছা	চেওয়ারি	দেশি/হিন্দি (বিচ্ছু)	প্রাদেশিক শব্দ

প্রাদেশিক শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

মূল রূপিম	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য (Dialectal/Local)	মান্য চলিত বাক্য (Standard)
চাহিদা	চাহিদা	অ্যাখনকা এই মাল্যাড় খোপ চাহিদা।	এই পণ্যটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
শিখা	শিখ	অ্যামড়া শিখিল।	ওরা শিখল।
লসিয়	লোচ্ছি	অ্যাক গিলাশ ঠান্ডা লোচ্ছি খাইল্যা জানটা এক গ্লাস ঠান্ডা লসিয় পান করলে প্রাণ জুড়িয়ে জুড়ায়।	যায়।
খদ্দর	খদড়	খদড়্যর পাঞ্জাবি পশন কড়্যা।	খদ্দর-এর পাঞ্জাবি খুব সুন্দর।
হরতাল	হোড়তাল	কাইলকা শহড়ত হোড়তাল হোবি।	আগামীকাল শহরে হরতাল হোবি।
তকলি	তাকলি	চড়কা সুতা কাটা তখন্যা তাকলি লাগ্যা।	চরকায় সুতা কাটার জন্য তকলি ব্যবহৃত হয়।
বর্গি	বর্গি/ বোড়গি	বোড়গি আইশপাড় কাথা শুনি হান্যা মানুষ ভয় পাশল।	বর্গী আসার কথা শুনে মানুষ ভয় পেতো।
চৌথ	চৌথ	আগ্যাকাড় দিনত মাড়াঠারা চৌথ ন্যাশল।	প্রাচীনকালে মারাঠারা চৌথ নামক কর আদায় করত।
লুঙ্গি	লেঙ্গি	উয়াই লেঙ্গি পোড়ি মাঠত গেইশ্যা।	সে লুঙ্গি পরিধান করে মাঠে গিয়েছে।
ঘুগনি	ঘুমনি	ম্যলার ঘুমনিলা খোপ ঝাল।	মেলার ঘুগনি অত্যন্ত ঝাল।
বোলতা	বননাই/বললাই	কোন্সি দি বননাইয়্যাড় চাকটাত গুতা মাড়িয়া অ্যামড়াক ডাগায় দিশ্যা।	কন্সি দিয়ে মৌমাছির চাকে গুতো মেরে ওদেরকে রাগিয়ে দিয়েছে।
বিছা	চেওয়ারি	জঙ্গলত কত লা চেওয়ারি দেখিন।	জঙ্গলে কতগুলো বিছা দেখলাম।

খ. iii. বিদেশি : রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক কারণে অন্য ভাষা থেকে আসা। পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারে যেসব শব্দ বিদেশি রয়েছে সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল -

রূপিম (প্রমিত রূপ)	পলিয়া রূপ	মূল উৎস (Origin)	শব্দভাণ্ডারগত শ্রেণি
মাফলার	মাপলাট	ইংরেজি (Muffler)	বিদেশি
ফিতা	ফিতা	পর্তুগিজ (Fita)	বিদেশি
ক্রিকেট	কিরকেট	ইংরেজি (Cricket)	বিদেশি
ফুটবল	বল	ইংরেজি (Football)	বিদেশি
লুডো	নুডু/নুডু	ইংরেজি (Ludo)	বিদেশি
কমলালেবু	কমলা	ফারসি/নেপালি প্রভাব	বিদেশি
কিসমিস	কিশমিশ	ফারসি (কিশমিশ)	বিদেশি
সোয়েটার	শুইটার	ইংরেজি (Sweater)	বিদেশি
ব্লাউজ	বালাউচ্/ব্যালাচ	ইংরেজি (Blouse)	বিদেশি
পেঁয়াজ	পেয়াজি	ফারসি (পিয়াজ)	বিদেশি
মোজা	মুজা	ফারসি (মোজাহ)	বিদেশি

বিদেশি শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

রূপিম (প্রমিত)	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্যে প্রয়োগ	মান্য চলিত অনুবাদ
মাফলার	মাপলাট	জাড়ত মাপলাট খান গালাত পেঁচে ন্যা বো।	শীতে মাফলারটা গলায় জড়িয়ে ধর গো/ধরো গো/ধরুন গো।
ফিতা	ফিতা	জতার ফিতালা কোশিশ বান্ধ্যাক।	জুতোর ফিতেটা কষে বাঁধ/বাঁধো/বাঁধেন।
ক্রিকেট	কিরকেট	ছাওয়ালা মাঠত কিরকেট খ্যালছ্য।	ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলছে।
ফুটবল	বল	চ শভায় মিলি বল খ্যালবা জাই।	চল সবাই মিলে ফুটবল খেলতে যাই।
লুডো	নুডু/নুডু	দুপহড়ত বোশি হান্যা নুডু খ্যালাশু।	দুপুর বেলা বসে লুডো খেলছি।
কমলালেবু	কমলা	হাট ত্যা গটা দুই কমলা আনিশ ত।	হাট থেকে গোটা দুই কমলালেবু আনবি তো/আনবে তো/আনবেন তো।
কিসমিস	কিশমিশ	পায়োসত ওল্লো কোড়ি কিশমিশ দ্যাঅ।	পায়েসে অল্প করে কিসমিস দে/দাও/দিন।
সোয়েটার	শুইটার	মাঅ নয়া অ্যাকটা শুইটার বুনি দিছে।	মা একটা নতুন সোয়েটার বুনে দিয়েছে।
ব্লাউজ	বালাউচ্/ব্যালাচ	দিদি নয়া অ্যাকটা বালাউচ্ কিনিল্।	দিদি একটা নতুন ব্লাউজ কিনল।
পেঁয়াজ	পেয়াজি/প্যায়া জি	ডাইলত বেশি কোড়ি হান্যা প্যায়াজি দিঅ।	ডালে বেশি করে পেঁয়াজ দিস/ দিও/দেবেন।
মোজা	মুজা	জাড়ত পাতত মুজা পিন্দিয়া থাকিবু।	শীতে পায়ে মোজা পরে থাকবি।

গ. নবগঠিত শব্দ :

i. সংকর বা মিশ্র শব্দবাংলা : শব্দভাণ্ডারে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেখানে একটি অংশ দেশি বা সংস্কৃত এবং অন্য অংশটি বিদেশি (যেমন - ইংরেজি, ফারসি, আরবি)। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে তৈরি নতুন শব্দগুলোকেই ভাষাবিজ্ঞানে সংকর শব্দ (Hybrid Words) বলা হয়।

মূল রূপিম (Standard) পলিয়া/ রূপ	সংমিশ্রণের উৎস	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
হেড-পণ্ডিত	হ্যাড-পোণ্ডিত	ইংরেজি + সংস্কৃত
হাট-বাজার	হাট-বাজার/বাজার হাট	বাংলা + ফারসি
ডাক্তারখানা	দাক্তরখানা	ইংরেজি + ফারসি
শাক-সবজি	শাক-শোবজি	সংস্কৃত + ফারসি
মাস্টারমশাই	মাস্টাড-মশায়	ইংরেজি + সংস্কৃত
পকেটমার	পক্যাটমাড়/পক্যাটমার	ইংরেজি + বাংলা
বই-পত্র	বোই-পত্ ড়	ফারসি + সংস্কৃত
কল-কজা	কল-কজা	সংস্কৃত + ফারসি
হেড-কেরানি	হ্যাড-ক্যাডানি	ইংরেজি + ফারসি
কোর্ট-কাচারি	কোট-কাছারি/কোট কাছাড়ি	আরবি + পর্তুগিজ
জল-হাওয়া	জোল-হাওয়া	সংস্কৃত + ফারসি
ঘর-বাড়ি	ঘড়-বারি	তুর্কি + তুর্কি
টাকা-পয়সা	টাকা-পাইশা	দেশি + ফারসি

সংকর শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

প্রমিত রূপিম	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য প্রয়োগ	মান্য চলিত বাংলা অনুবাদ
হেড-পণ্ডিত	হ্যাড-পণ্ডিত	হ্যাড-পণ্ডিত্য পূজা কোড়িল।	হেড পণ্ডিতই পূজা করল
হাট-বাজার	হাট-বাজার/বাজার হাট	আইজকা হাট-বাজার/ বাজার হাট কোড়িয়া আইসত্যা ম্যালায় আইত হোইল্।	আজ হাট-বাজার করে ফিরতে অনেক রাত হলো।
ডাক্তারখানা	দাক্তরখানা/ দাক্তরখানা	ওগুক হোইল্যা দাক্তরখানা/দাক্তরখানা জাআ দোড়কাড়।	অসুখ করলে ডাক্তারখানায় যাওয়া দরকার।
শাক-সবজি	শাক-শোবজি	জোমিত ম্যালায় শাক-শোবজি আবাদ হোইছ্যা।	বাড়িতে অনেক শাক-সবজি চাষ হয়েছে।
মাস্টারমশায়	মাস্টার-মশায়	মাস্টাড-মশায় আইজকা ইশ্কুলত আইশ্যা নাই।	মাস্টারমশায় আজ স্কুলে আসেননি।
বই-পত্র	বোই-পত্ ড়	চ্যাংড়া চেংড়িলা শোপ বোই-পত্ ড় গুছায় থুইশ্যা।	ছেলেমেয়েরা সব বইপত্র গুছিয়ে রেখেছে।

কল-কজা	কল-কজা	গাড়ির কল-কজা শোপ ঢিল হোই গিশ্যা।	গাড়ির কল-কজা সব ঢিলে হয়ে গিয়েছে।
পকেটমার	পক্যাটমার/ পক্যাটমাড়	হাটত পক্যাটমার/ পক্যাটমাড় তেকে সাবধান্যা থাকিবু।	হাটে গিয়ে পকেটমার থেকে সাবধান থেকো।
হেড-কেরানি	হ্যাড-ক্যারানি	কাছাড়ির হ্যাড-ক্যাডানি নামকড়া লোক।	কাছারির প্রধান কেরানি নামকরা লোক।
কোর্ট-কাচারি	কোট-কাছারি/ কোট কাছাড়ি	কোট-কাছাড়ি কোড়ি হান্যা মানুষ ফতুড় হয় জায়।	আদালত-কাচারি করে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়।
জল-হাওয়া	জোল-হাওয়া	এই জাগাড় জোল-হাওয়া শড়িল্যাড় তনে ভাল।	এই জায়গার আবহাওয়া শরীরের জন্য ভালো।
ঘর-বাড়ি	ঘড়-বারি	হামাড় ঘড়-বারিলা নোধিড় পাহাড়ত।	আমাদের ঘর-বাড়ি সব নদীর পাড়ে।
টাকা-পয়সা	টাকা-পাইশা	আইজকা হাতত কুন টাকা-পাইশা নাহি।	আজ হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

ii. **অনূদিত শব্দ** : অনূদিত শব্দ বা অনুবাদমূলক শব্দ (Translated Words) বলতে বোঝায়— যখন কোনো বিদেশি ভাষার শব্দের আক্ষরিক বা ভাবার্থ বজায় রেখে বাংলা ভাষায় তার প্রতিশব্দ তৈরি করা হয়। একে অনেক সময় ‘তর্জমা করা শব্দ’ বা ‘ভাষান্তর’ বলা হয়। বিশেষ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংবাদমাধ্যম এবং দাপ্তরিক কাজে এই ধরনের শব্দের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি। এখানে পলিয়া জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষায় অনূদিত শব্দগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

মূল ইংরেজি শব্দ	অনূদিতরূপিম	পলিয়া রূপ	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
Graduate	স্নাতক	বি.এ পাস/ স্নাতক	অনূদিত শব্দ
Post-Graduate	স্নাতকোত্তর	অ্যাম.অ্যা পাস	অনূদিত শব্দ
Television	দূরদর্শন	টিভি/টিবি	অনূদিত শব্দ
Telephone	দূরভাষ	ফন	অনূদিত শব্দ
Republic	প্রজাতন্ত্র	প্রজাতন্ত্র/পড়জাতন্তু ড়	অনূদিত শব্দ
Democracy	গণতন্ত্র	গণতন্তু ড়	অনূদিত শব্দ
Secretary	সচিব	বোড়োবাবু	অনূদিত শব্দ
Newspaper	সংবাদপত্র	খবড়ার কাগচ	অনূদিত শব্দ
Cinema	চলচ্চিত্র	বোই	অনূদিত শব্দ
Circular	পরিপ্রেক্ষিত	নুটিশ	অনূদিত শব্দ

অনূদিত শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

মূল ইংরেজি	প্রমিত রূপিম	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য	মান্য চলিত বাক্য
Graduate	স্নাতক	বি.এ পাস	চ্যাংড়াটা বি.এ পাস কোড়িল।	ছেলেটি স্নাতক হল।
Post-Graduate	স্নাতকোত্তর	অ্যাম. অ্যা পাস	হামাড় বেটি অ্যাম.অ্যা পাস কোড়ি হান্যা ঘড়ত বোশি আশ্যা।	আমার মেয়ে স্নাতকোত্তর পাস করে ঘরে আছে।
Television	দূরদর্শন	টিভি	আইজকা ডাইতত্ টিভিত খবড় দেখিম।	আজ রাতে টেলিভিশনে খবর দেখব।
Telephone	দূরভাষ	ফন	তড় ফনটা অ্যাকবাড় দ্যা ত, কাথা কোহিম।	তোর/তোমার/আপনার টেলিফোনটা একবার দে/দাও/দিন তো, কাথা বলব।
Republic	প্রজাতন্ত্র	প্রজাতন্ত্র/পড়জাতন্ত্ ড়	হামাড় দ্যাশটা পড়জাতন্ত্ রাস্ টড়।	আমাদের দেশ একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র।
Democracy	গণতন্ত্র	গণতন্ত্ ড়/ভোটতন্ত্	গণতন্ত্ ড/ভোটতন্ত্ ত মানুশ্যাড় দাম বেশি।	গণতন্ত্রে মানুষের গুরুত্ব সবথেকে বেশি।
Secretary	সচিব	বোড়বাবু	বড়বাবুড় ওপিশত আইজকা খোপ ভিড়।	সচিবের অফিসে আজ খুব ভিড়।
Circular	পরিপ্রেক্ষিত	নুটিশ/ইস্তাহার	ইশকুল তেকে অ্যাকটা নয়া নুটিশ আশিল।	স্কুল থেকে একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিত পত্র বা বিজ্ঞপ্তি এল।

iii. জোড়কলম শব্দ :

জোড়কলম শব্দ (Blended Words) বলতে এমন এক ধরনের শব্দকে বোঝায়, যা দুটি ভিন্ন শব্দের অংশবিশেষ জুড়ে দিয়ে একটি নতুন অর্থবহ শব্দ হিসেবে গঠিত হয়।

সহজ কথায়, একটি শব্দের আদি অংশ এবং অন্য একটি শব্দের অন্ত্য অংশ (অথবা দুটি শব্দের মূল ভাব) একত্রে মিশিয়ে যখন একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হয়, তখন তাকে জোড়কলম শব্দ বলে। এটি নবগঠিত শব্দভাণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পলিয়া জনগোষ্ঠীদের কথায় যেসব জোড়কলম শব্দ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো নিজে আলোচনা করা হল।

মান্য রূপ	পলিয়া রূপ	জোড়কলমের প্রকৃতি (গঠন)	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
শিলাবৃষ্টি	পাথর পরা	বস্তু + ক্রিয়া	নবগঠিত (জোড়কলম)
সব শেষ	অন্ধহারা	মূল শব্দ + ভাব	নবগঠিত (জোড়কলম)
ভূমিকম্প	ভুইকোম্প	স্থান + অবস্থা	নবগঠিত (জোড়কলম)
গোসাপ	গুহিশাপ	প্রাণী + সাদৃশ্য	নবগঠিত (জোড়কলম)
গিরগিটি	আঙুলচুষা	অঙ্গ + স্বভাব	নবগঠিত (জোড়কলম)
ব্ল্যাকটেপ	ব্যালাকটিউব	ইংরেজি রঙ + ইংরেজি বস্তু	নবগঠিত (জোড়কলম)
শুঁয়োপোকা	শুংগাপকা	বৈশিষ্ট্য + পতঙ্গ	নবগঠিত (জোড়কলম)
মাছরাঙা	মাদরাংগা	খাদ্য + রঙ	নবগঠিত (জোড়কলম)

নবগঠিত (জোড়কলম) শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

মান্য রূপ	পলিয়া রূপ	পলিয়া উপভাষার বাক্য	মান্য চলিত বাংলার বাক্য
শিলাবৃষ্টি	পাথর পরা	আইজক্যা খোপ পাথর পড়শ্যা, বারি তেকে বাহিড়া কোঠিন।	আজ খুব শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, ঘর থেকে বের হওয়া কঠিন।
সব শেষ	অন্ধ হারা/ ওন্ধহাড়া	শামি মোড়ি জায় হান্যা জীবনটা ওন্ধহাড়া হোই গেল্।	স্বামী মারা যাওয়ায় জীবনটা শেষ হয়ে গেল।
ভূমিকম্প	ভুইকোম্প	কাইল ডাইতত ওল্লো কোড়ি হান্যা ভুইকোম্প হোইশল।	কাল রাতে অল্প করে ভূমিকম্প হয়েছিল।
গোসাপ	গুহিশাঁপ	ঝোপ বাড়ার দিক তেকে অ্যাকটা বোড়ো গুহিশাঁপ বাহিড়েল্।	ঝোপের ভিতর থেকে একটা বড় গোসাপ বের হলো।
গিরগিটি	আঙুলচুয়া	ব্যাড়ার উপড় আঙুলচুশাটা রৌদত বোশি আছ্যা।	বেড়ার ওপর গিরগিটিটা রোদে বসে আছে।
ব্ল্যাকটেপ	ব্যালাকটিউব	ছিঁড়া তাড়টা ব্যালাকটিউব দিয়া প্যাঁচায় দে।	ছেঁড়া তারটা ব্ল্যাকটেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দাও।
শুঁয়োপোকা	শুংগাপকা	শোড়িলত শুংগাপকা উঠিল্যা খোপ চুলকায়।	গায়ে শুঁয়োপোকা উঠলে খুব চুলকায়।
মাছরাঙা	মাদরাংগা/মাদড়াংগা	বিল্যাড় ধাড়ত মাদড়াংগাটা মাছ ধড়ার তন্যা বোশি আশ্যা।	বিলের ধারে মাছরাঙাটা মাছ ধরার জন্য বসে আছে।

iv. **মুণ্ডমাল শব্দ** : যখন কোনো দীর্ঘ বাক্যাংশ বা একাধিক শব্দের একটি গুচ্ছের প্রতিটি শব্দের কেবল প্রথম অক্ষর বা ধ্বনি নিয়ে একটি নতুন সংক্ষিপ্ত শব্দ গঠন করা হয়। একে ‘শব্দ-সংক্ষেপ’ বা ‘আদ্যক্ষর শব্দ’ও বলা হয়। যেমন : ‘ভি.আই.পি’ (Very Important Person) বা ‘বি.এ’ (Bachelor of Arts)।
পলিয়া জনগোষ্ঠীদের কথায় যেসব জোড়কলম শব্দ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো নিজে আলোচনা করা হল।

মুণ্ডমাল শব্দ	পূর্ণ রূপ (Full Form)	পলিয়া/রাজবংশী রূপ	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
বি.এ	Bachelor of Arts	বি.এ পাস	মুণ্ডমাল শব্দ
এম.এ	Master of Arts	অ্যাম. অ্যা	মুণ্ডমাল শব্দ
ভি.আই.পি	Very Important Person	ভিআইপি/বড় মানুষ	মুণ্ডমাল শব্দ
এম.এল.এ	Member of Legislative Assembly	অ্যাম অ্যাল অ্যা	মুণ্ডমাল শব্দ
এম.পি	Member of Parliament	অ্যামপি/সাংসদ	মুণ্ডমাল শব্দ
বি.ডি.ও	Block Development Officer	বিডিঅ সাহেব	মুণ্ডমাল শব্দ
ডি.এম	District Magistrate	ডি অ্যাম সাহেব	মুণ্ডমাল শব্দ
এস.পি	Superintendent of Police	অ্যাসপি সাহেব	মুণ্ডমাল শব্দ
ও.সি	Officer in Charge	ওছি/ওসি সাহেব	মুণ্ডমাল শব্দ

মুণ্ডমাল শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

মুণ্ডমাল শব্দ	প্রমিত রূপ	পলিয়া রূপ	পলিয়া বাক্য (নিজস্ব ভাষায়)	মান্য চলিত বাক্য
বি.এ	Bachelor of Arts	বি.এ	ছাওয়াটা এফেডুকা বি.এ পাশ কোড়িল্।	ছেলেটি এবার বি.এ পাশ করল।
এম.এ	Master of Arts	অ্যাম. অ্যা	উয়াই কলকাতা তেকে অ্যাম. অ্যা	সে কলকাতা থেকে এম.এ পাশ করে এল।
ভি.আই.পি	Very Important Person	ভি.আই.পি	আইজকা হামাড় গাঁঅত অ্যাকটা আজ আমাদের গ্রামে একজন ভি.আই.পি মানুষ আশিবে।	ভিআইপি আসবেন।
এম.এল.এ	Member of Legislative Assembly	অ্যাম অ্যাল অ্যা	অ্যাম অ্যাল অ্যা আইজকায় ভোট চাহিবা আশিবে।	এমএলএ আজই ভোট চাইতে আসবে।
বি.ডি.ও	Block Development Officer	বিডিঅ সাহ্যাপ	মুই বিডিঅ সাহ্যাপাড় কাঁথিত অ্যাকটা দোড়খাস্ত দিনু।	আমি বিডিও সাহেবের কাছে একটি দরখাস্ত দিলাম।
ও.সি	Officer in Charge	in ওশি সাহ্যাপ	ওশি সাহ্যাপ চোরটাক ধোড়ি নিয়া গেল।	ওসি সাহেব চোরটিকে ধরে নিয়ে গেলেন।

v. **খণ্ডিত শব্দ** : যখন কোনো একটি দীর্ঘ শব্দকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা দ্রুত ভাব প্রকাশের জন্য তার একাংশ (আদি, মধ্য বা অন্ত্য অংশ) ছেঁটে ছোট করে নেওয়া হয়, কিন্তু শব্দের মূল অর্থ অপরিবর্তিত থাকে। সহজ কথায়, বড় শব্দকে কেটে ছোট করে ব্যবহার করাই হল খণ্ডিত শব্দ।

পলিয়া জনগোষ্ঠীদের সাধারণ কথ্য ভাষায় মান্য চলিত এর মত খণ্ডিত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তা প্রায় একই রকম। নিচে উদাহরণ দেওয়া হল -

মূল পূর্ণাঙ্গ রূপ (Original)	খণ্ডিত শব্দ (Shortened)	পলিয়া প্রয়োগ	শব্দভাণ্ডারগত অবস্থান
লবঙ্গ	লং	নং	খণ্ডিত শব্দ
দিয়াশলই	শলই	শলই	খণ্ডিত শব্দ
গোয়ালঘর	গোয়াল	গুয়ালি	খণ্ডিত শব্দ
বাতাবি লেবু	বাতাবি	বাদামি	খণ্ডিত শব্দ
হেলেধগ শাক	হ্যানচা	হ্যানচা	খণ্ডিত শব্দ
মাইক্রোফোন	মাইক	মাইক (প্রচার করা)	খণ্ডিত শব্দ
বাইসাইকেল/মোটরবাইক	বাইক	বাইক/মটর-গাড়ি	খণ্ডিত শব্দ
টেলিফোন	ফোন	ফোন (কথা কওয়া)	খণ্ডিত শব্দ

খণ্ডিত শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ :

মূল পূর্ণাঙ্গ রূপ	খণ্ডিত শব্দ	পলিয়া ভাষার প্রয়োগ (বাক্য)	মান্য চলিত রূপান্তর
লবঙ্গ	নং	অলা নং গুলা বাটি দ্যাঅ।	ওই লবঙ্গগুলো বেটে দে/দাও/দিন।
দিয়াশলই	শলই	তমাড়ঠি শলই আশ্যা গে?	তোমার কাছে কি দিয়াশলই আছে গো?
গোয়ালঘর	গুয়ালি	গোরুল্লাক গুয়ালি ঘরোত বাক্সো।	গোরুগুলোকে গোয়ালঘরে বাঁধো।
বাতাবি লেবু	বাদামি	অ্যাকটা বাদামি পাড়ি দ্যা।	একটা বাতাবি লেবু পেড়ে দাও।
হেলেধগ শাক	হ্যান্চা	হ্যান্চা শাক খাইলে শড়িল ভাল হেলেধগ শাক খেলে শরীর ভালো থাক্য।	হােক।
মাইক্রোফোন	মাইক	মাইকত প্রচাড় কোড়ি দ্যা।	মাইকে প্রচার করে দে/দাও/দিন।
বাইসাইকেল/মোটরবাইক	বাইক	বাইক খান নিয়া আয়।	বাইকটা নিয়ে এসো।
টেলিফোন	ফন	অক ফন কড় ত।	ওকে ফোন কর/করো/করুন তো।

উপসংহার : পলিয়া জনগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডার কেবল একটি উপভাষা নয়, বরং উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও জীবনযাত্রার এক জীবন্ত দলিল। এই গবেষণার মূল সিদ্ধান্তসমূহ হল - মান্য বাংলায় অনুপস্থিত অসংখ্য দেশজ শব্দের ব্যবহার পলিয়া জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষিজ ও লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ধ্বনি বিপর্যয় ও শব্দ খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ভাষাটি একটি সুনির্দিষ্ট ধ্বনিবৈজ্ঞানিক নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে, যা এর সরলীকরণ ও শ্রুতিমধুরতা প্রকাশ করে। আধুনিকতার প্রভাবে অনেক শব্দ হারিয়ে গেলেও গ্রামীণ জীবনে বেশ কিছু শব্দ এখনও প্রাসঙ্গিক। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে এই শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করা জরুরি। পরিশেষে, পলিয়া ভাষার রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া তার অসামান্য অভিযোজন ক্ষমতাকেই তুলে ধরে, যা বাংলা ভাষার সামগ্রিক সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে।

Bibliography:

- আজাদ, হুমায়ুন, বাংলা ভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
- আজাদ, হুমায়ুন, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮ (২য় সংস্করণ)
- অধিকারী, মাধবচন্দ্র, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রত্ন প্রকাশন, কলকাতা, ৭, ২০০১
- আহমেদ, খান চৌধুরী আমানতুল্লাহ, The History of Cooch Behar, কোচবিহার স্টেট প্রেস, কোচবিহার, ১৯৩৬
- ওঝা, ব্যানার্জী, জানা অজানার মালদহ, বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, মালদা, ২০০২ (৪র্থ সংস্করণ)
- করিম, মীর রেজাউল, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)
- গোপাল, ললিতা, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও পলিয়া জনগোষ্ঠী : একটি সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, মালদহ, ২০১২
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৫ (রূপা সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০০৩)
- চৌধুরী, নির্মলেন্দু, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সমাজ জীবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪
- চৌধুরী, দুলাল, লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৮ (২য় সংস্করণ)
- দাস, অমল কুমার, 'পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি ও তফসিলী সমাজ: পলিয়া উপাখ্যান', সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা মনোগ্রাফ, সংখ্যা ৫, কলকাতা, ১৯৬৪
- দাস, নির্মল, উত্তরবঙ্গের উপভাষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৮৮

- দাস, নির্মল, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৬ (২য় সংস্করণ : ২০০১)
- দাস, নির্মল, ভাষা পরিচ্ছেদ, [প্রকাশক অজ্ঞাত], কলকাতা, ১৯৯৫ (১ম প্রকাশ)
- দাশ, শিশিরকুমার, ভাষা জিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৪২০ (৫ম সংস্করণ)
- নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)
- পাল, এন. কে., দিনাজপুর ও রংপুরের পলিয়া সমাজ ঐতিহ্য ও রূপান্তর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লি, ১৯৬৯
- ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ, উত্তরবঙ্গের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক শব্দকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭৮
- ভৌমিক, নির্মলেন্দু, উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত : ভাওয়াইয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮২
- ভৌমিক, নির্মলেন্দু, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৫
- রায়, গিরিজাশঙ্কর, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও রাজবংশী সমাজ। সাহিত্য লোক, কলকাতা, ১৯৯৪
- রায়চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, গৌরব বাইভার্স, কলকাতা, ১৯৯৫ (১ম প্রকাশ : রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, জন্মষ্টমী, ১৩৯৫)
- ঘোষ, রাধাগোবিন্দ, মালদহের লোকসংস্কৃতি, [প্রকাশক অজ্ঞাত], মালদহ, ২০০৭ (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ)
- চট্টোপাধ্যায়, রূপশ্রী, গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল (প্রাক-মধ্যযুগ), [প্রকাশক অজ্ঞাত], কলকাতা, ১৯৯৯ (১ম প্রকাশ)
- সরকার, পবিত্র, সমাজ ভাষা বিজ্ঞান (ভাষা-দেশ-কাল), জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬ (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স সংস্করণ: ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)
- সরকার, পবিত্র, লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ: ১৯৯৯, শিরোনাম 'ভাষামনন : বাঙালী মনীষা')
- সাহা, সমিকুমার, প্রান্ত দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি, পত্রলেখা, কলকাতা, ১৪০৮
- শ', রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (৩য় সংস্করণ: ১৪০৩)
- শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬৫ (মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ : ২০১২, ৭ম মুদ্রণ)
- সিংহ, ক্ষেত্রমোহন, উত্তরবঙ্গের পলিয়া জনজাতি : সমাজ ও সংস্কৃতি, লোকভারতী, মালদা, ২০১২
- সেন, সুকুমার, বাংলা ভাষা ও উপভাষা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩
- সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১ (৮ম মুদ্রণ/ইস্টার্ন পাবলিশার্স সংস্করণ: ১৯৮৭, পঞ্চদশ সংস্করণ)
- প্রবন্ধ, সাময়িকপত্র ও পত্র-পত্রিকা (Articles & Journals)
- অধিকারী, নীলকমল, 'উত্তরবঙ্গের পলিয়া সমাজ ও তাদের ভাষার রূপান্তর', উত্তরবঙ্গ পত্রিকা (সামাজিক বিজ্ঞান সংস্করণ), খণ্ড ৪, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা : ৪৫-৫৮, ২০১৪
- চক্রবর্তী, উদয়কুমার, 'বাংলায় ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা', বিভাব, এপ্রিল-জুন, ১৯৬৪
- বাটেন, মো. আব্দুল, 'Polia', Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh, ভলিউম ৮, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৫
- রায়, দীপক কুমার, 'লৌকিক দেবদেবীর আত্মীয়স্বজন', নাজ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৮ (বিশেষ ক্রোড়পত্র: মালদহ জেলার লোকগীতি: সংকলন ও বিশ্লেষণ, ৩৮ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মালদা, জানুয়ারি, ২০০৭)
- সামাদ, আবদুস, শেরশাবাদিয়ারের কথালৈখ্য, বাড়িয়া বার্তা প্রকাশনা, মালদা, ২০০৩ (তৃতীয় সম্রাট সংস্করণ)
- ঘোষ, রাধাগোবিন্দ, মালদহের কথ্যভাষা, [অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ], উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই, ১৯৮০
- ঘোষ, জীবন কুমার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিবাসিত চলনবিল অঞ্চলের জনগণের কথ্যভাষা : একটি ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা, [অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ], উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

হক, কাজী রফিকুল (সংকলন ও সম্পাদনা), বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী সংস্করণ : ২০০১)

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সংকলিত ও সম্পাদিত), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৬ ও ২০০৭ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ/শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ সংস্করণ: ২০০০)

বসু, রাজশেখর, চলন্তিকা, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার, সংস্কৃত বাংলা অভিধান, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫ (সংসদ ব্যাকরণ অভিধান: সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫)

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)

পালিত, হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা (সম্পাদনা: ফণী পাল), [প্রকাশক অজ্ঞাত], মালদহ, ১৪১০ (দ্বিতীয় সম্পাদিত সংস্করণ)

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, রজত জয়ন্তী প্রকাশন (পুস্তক বিপণি সংস্করণের পরিবর্ধিত রূপ), কলকাতা, ১৯৯৯

মাহমুদ, এনামুল, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (অখণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯ (তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ/পূর্ব সংস্করণ: ২০০৯)

মৈত্রী, রবিশঙ্কর, দেশি বাংলা শব্দের অভিধান, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

রায়, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বাংলা শব্দকোষ, ধূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৬৭

সরকার, পবিত্র (সংকলিত), একাডেমী বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮